

জলে ডুবে যাওয়ার ফলে মৃত্যু একটি নিত্যদিনের ঘটনা। জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা রোধ করার একমাত্র উপায় হল আমাদের সতর্কতা। নিম্নলিখিত সতর্কতাগুলো অবলম্বন করলে এই ধরণের ঘটনা রোধ করা সম্ভব:

- বন্যার সময় নদীর জলে স্নান করতে, মাছ ধরতে এবং লাকড়ি কুঁড়োতে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
- স্বাভাবিক সময়ে নদীর গভীরতা বা নদী গর্ভস্থ স্রোত না জেনে নদীতে নামা বা স্নান না করা সমীচীন হবে।
- বন্যার সতর্ক বার্তা পেলে নদীতে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। রাজ্য সরকার বা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক জারি করা সতর্কতা মেনে চলতে হবে।
- বয়স্ক লোক বা বাচ্চাদের একা নদীতে বা নদীর ধারে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে।
- সাঁতার না জানলে নদী বা অন্য যেকোন জলাশয়ে নামা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- মদ্যপ বা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নদী বা জলাশয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
- বাড়িতে পুকুর থাকলে, বাচ্চাদের নজরে নজরে রাখতে হবে যাতে সকলের অজান্তে পুকুরের ধারে চলে না যায়।
- সাঁতার না জানলে কখনও জলে নেমে ডুবন্ত ব্যক্তিকে বাঁচাতে জাবেন না, তা আপনার জন্যও বিপদ ডেকে আনতে পারে। অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। চিৎকার করে আশেপাশের লোকদের সাহায্য নিতে পারেন।
- ডুবন্ত ব্যক্তিকে বাঁচানোর বিভিন্ন ঘরোয়া পদ্ধতিগুলো জানতে ও শিখতে হবে।
- বন্যাপ্রবন এলাকার লোকদের বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- বাচ্চাদের বৃদ্ধ লোকের সাথে নদী, পুকুর বা জলাশয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে।
- নৌকাতে করে কোন জলাশয়ে ঘুরতে গেলে লাফই জ্যাকেট পরিধান করুন এবং অন্যান্য নিয়মাবলী মেনে চলুন।



জরুরী অবস্থায় নিম্নলিখিত নাম্বার গুলোতে যোগাযোগ করুন।

- ই আর এস এস - ১১২
- রাজ্য আপদকালীন যোগাযোগ কেন্দ্র - ১০৭০
- জেলা আপদকালীন যোগাযোগ কেন্দ্র - ১০৭৭

➤ কখনও একা সাঁতার কাটবেন না। আপনি যখন সাঁতার কাটছেন কেউ আপনাকে দেখছে।

➤ বাচ্চাদের সাঁতার শিখাতে হবে।

সৌজন্যে: রাজস্ব দপ্তর কর্তৃক স্বেচ্ছার্থে প্রচারিত